"Divine blessings mixed with hard work and backed by good intentions can make miracles"
-Alhaj Sufi Mohamed Mizanur Rahman

UITS 3rd Convocation 2018

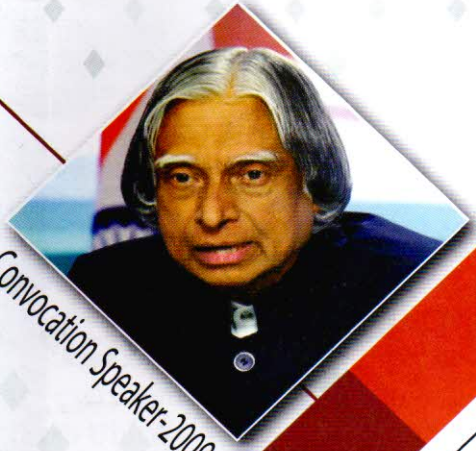

Convocation Speaker-2009

Convocation Speaker-2018

Convocation Speaker-2014

Special
Convocation
Issue
2018

Newsletter-8

Future will be better than thy past

UITS

I T S RESEARCH CENTER

CONVOCATION
2014
ormation Technology & Scier
Center

CONVOCATION
2009
Date: July 20, 2009
Venue: Bangladesh China Fr

University of Information Technology & Sciences (UITS): At a Glance

University of Information Technology and Sciences (UITS), the first IT based private university in Bangladesh, is located at Baridhara in Dhaka. The university owns a land of more than 1 acre for its permanent campus at Baridhara area of metropolis. It believes that the highest art in human life is to unleash the latent talent and to nurse it to face the trials of life manfully, courageously, and resolutely. The guiding spirit behind the endeavor is, "divine blessings, mixed with hard work, and backed by good intentions, make miracles". The university has already started spreading its reputation at home and abroad. Established in 2003 by the PHP Family, a leading group of industries in Bangladesh, the university has been providing quality education at an affordable cost. As a result the university attracts a good number of foreign students in every semester. Most of the faculty members are highly qualified from Dhaka University, Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), and renowned foreign universities such as in United States of America (USA), The European Union (EU, Australia, Japan, India, China and Korea. Apart from regular studies the institution facilities related extracurricular activities like debating club, socio-cultural programs and spiritual seminars. We have a Research Center from which biannual academic journals and other printed matters are published regularly.

Orgonogram

Chancellor	Md. Abdul Hamid, Hon'ble President of the People's Republic of Bangladesh
Vice Chancellor	Professor Dr. Mohammed Solaiman
Treasurer	Professor Dr. S.R. Hilaly
Controller of Examinations	Professor A.N.M. Shareef
Dean, School of Science and Engineering	Professor Dr. Mazharul Hoque
Dean, School of Business	Professor Dr. Siraj Uddin Ahmed
Dean, School of Liberal Arts and Social Sciences	Dr. Arifatul Kibria
Registrar (Acting)	Mohammad Kamrul Hasan
Proctor	Md. Hossen Miazee

The university has collaboration with the following universities to which students can get credit transfer facilities

- Winona State University, Minnesota, USA
- TAFF South Western Sydney Institute, Australia
- JNU Delhi & IIT Allahabad, India
- WTO Research Center (WRC) of Aoyama Gakuim University (AGU)
- The Christian University of Thailand
- The University of Texas Dallas, TX (USA)
- AIT and SIAM University, Bangkok, Thailand
- Kamal Ataturk University, Turkey
- Texas A & M University

UITS Schools and Departments:

School of Science and Engineering

Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
Bachelor of Science in Electronic and communication Engineering (ECE)
Bachelor of Information Technology (IT)
Bachelor of Science in Computer Science and Engineering (CSE)
Bachelor of Science in Civil Engineering (CE)
Bachelor of Pharmacy
Master of Computer Applications (MCA)
Master of Science in Telecommunication (MS Tel)

School of Business Administration

Bachelor of Business Administration (BBA)
Master of Business Administration (MBA)

School of Liberal of Arts and Social Sciences

Bachelor of Arts in English
Bachelor of Laws (Honors)
Bachelor of Social Sciences in Social Work
Master of Arts in English
Master of Laws
Master of Social Sciences in Social Work

UITS Library

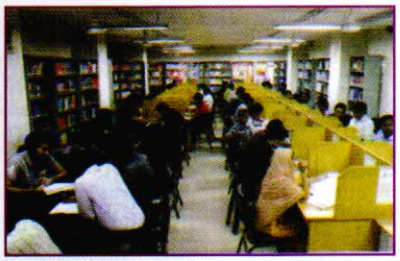

The UITS provides full time library facilities for its teachers and students. The library opens 9 a.m. and closes at 9 p.m. As a result, a student or a faculty member can use the library for his/her academic purposes. The library contains nearly 13,280 books and journals. The list includes hundreds of nationally and internationally important books and journals. From the viewpoints of disciplines, the books and journals can be categorized into as follows:

- Computer Science
- Statistics
- Mathematic
- Pure Science
- English Language and Literature
- Law
- Social Science
- Physics
- Chemistry
- Electronics and Electrical Engineering
- Civil Engineering
- Business
- Philosophy
- History
- Geography
- Biography
- General

Laboratories in UITS

The UITS is well-equipped with a good number of rich Laboratories. These labs helps students get practical knowledge. Following are the major laboratories:

1	Physics Lab	3
2	Chemistry Lab	3
3	Computer Lab	8
4	Electronics Circuit s Lab	3
5	Electronics Lab	3
6	Communication Lab	1
7	Power System & High Voltage Engineering Lab	1
8	Microprocessor Lab	3
9	Electrical Machine Lab	2
10	Machines Lab	3
11	Research and Simulation Lab	1
12	Power Electronics and Digital Signal Processing Lab	1
13	VLSI Lab	2
14	Engineering Materials Lab	3
15	Geotechnical Engineering Lab	2
16	Transportation Engineering Lab	1
17	Environmental Engineering Lab	2
18	Fluid Mechanics Lab	2
19	Civil Engineering Drawing Lab	1
20	Mechanical Engineering Lab	2
21	Digital Electronics Lab	1
22	Concrete Structure Lab	1
23	Carpentry Shop, Machine Shop & Welding Shop	1
24	Pharmacy Lab	4
		54

Facilities at UITS

- Full time faculty members with outstanding academic records.
- Excellent Lab facilities for Engineering Programs.
- Scholarship for meritorious, poor, less privileged students and children of freedom fighters
- Credit Transfer to Home and Foreign universities.
- Special Credit waiver for Diploma Engineers.
- On-campus job opportunities.

IT Facilities at UITS

As a science and technology based university, the UITS provides enough IT facilities for its students which are described below:

- Computers with internet connection: 225
- Computers for students without internet connection: 444
- The ratio of the number of students and computers: 26:01
- Computers used in administration: 102
- Number of computers in the university: 771

ইউআইটিএস-এ ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী

(গ্রাজুয়েট এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য)

- এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রতিটি পর্যায়ে অবশ্যই ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ অথবা জিপিএ ২.৫ বা সমমানের গ্রেড থাকতে হবে। কোন একটিতে ন্যূনতম জিপিএ ২.০০ থাকলে উভয় পরীক্ষায় অবশ্যই মোট জিপিএ ৬.০০ থাকতে হবে।
- সিভিল ও ইইই বিভাগে আবেদনের জন্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় গনিত বিষয় থাকতে হবে।
- ও-লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫টি বিষয় এবং এ-লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে। দু'টি পরীক্ষায় সাতটি বিষয়ের মধ্যে ৪টি তে 'বি' গ্রেড বা জিপিএ ৪.০০ এবং বাকী ৩টি বিষয়ে 'সি' গ্রেড বা জিপিএ ৩.৫০ থাকলে আবেদন করা যাবে।
- ডিপ্লোমা সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীর জন্য এসএসসি ও ডিপ্লোমা উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ২.৫ থাকতে হবে।
- স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা সাপেক্ষে স্নাতক পর্যায়ে সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ২.০০ থাকতে হবে।

প্রথম সমাবর্তন বক্তা

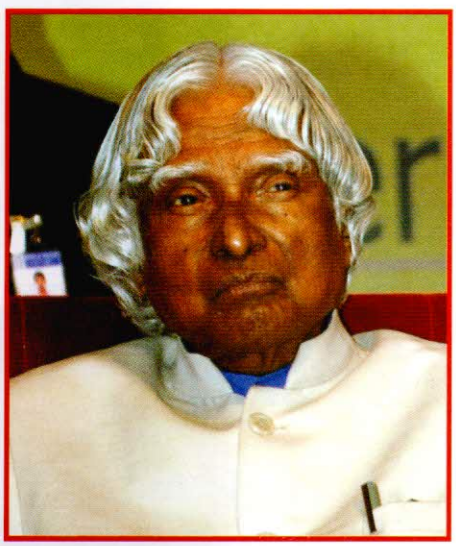

ড. এ. পি. জে আবদুল কালাম
সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী, ভারত

ড. এ. পি. জে আবদুল কালাম (১৫.১০.১৯৩১-২৭.০৭.২০১৫) আধুনিক ভারতের এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি দরিদ্র পরিবার থেকে অতি কষ্টে শুধুমাত্র প্রতিভাবলে ভারতের এক অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ভারতের তামিল নাড়ু রাজ্যে। যেহেতু তিনি প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন সেহেতু তিনি সকল বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিজ্ঞানী হন। তিনি একবার শুধু বিদেশ ভ্রমন করেছেন। এছাড়া তার সকল আবিস্কার ও কৃতিত্ব স্বদেশে স্ব-অর্জিত। আজকের ভারত ক্ষেপনাস্ত্র এবং মহাকাশ গবেষণায় যে খ্যাতি অর্জন করছে তার এক অন্যতম স্থপতি হচ্ছেন ড. এ. পি. জে. আবদুল কালাম। তার সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও কঠোর পরিশ্রম ইত্যাদির ফলে তিনি ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার পদ অলঙ্কৃত করেন। তার অধিনে গোপনীয়ভাবে গোটা বিশ্বকে ধোয়া দিয়ে ১৯৯৮ সালের মে মাসে ভারত আকর্ষিক পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। অতঃপর তিনি রাতারাতি ভারতের জাতীয় বীরে পরিণত হন। এর পুরস্কার স্বরূপ তৎকালীন ভারত সরকার তাকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দেন এবং তিনি সফলভাবে নির্বাচিত হন। তিনি কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা যা উপদেশ এবং ভারতের উন্নয়নের দিক নির্দেশনামূলক। তাঁর বিখ্যাত বইসমূহের মধ্যে যেমন- *India 2020: A Vision for the New Millennium*, Publishing year: 1998, *Wings of Fire: An Autobiography*, Publishing year: 1999, *Ignited Minds: Unleashing the Power within India*, Publishing year: 2002, *The Luminous Sparks: A Biography in Verse and Colours*, Publishing year: 2004, *Guiding Souls: Dialogues on the Purpose of Life*, Publishing year: 2005, Co-author: Arun Tiwari ইত্যাদি। পরবর্তীকালে তিনি ভারতের এক অন্যতম জাতীয় বুদ্ধিজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০ জুলাই ২০০৯ সনে বাংলাদেশে প্রথম তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউআইটিএস-এর ১ম সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতি। তিনি পদ্মভূষণ ও ভারত রত্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ইউআইটিএস এর কনভোকেশন উপলক্ষে এ আগমনই ছিল তাঁর বাংলাদেশে প্রথম সফর।

দ্বিতীয় সমাবর্তন বক্তা

তুন ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ
আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী

তুন ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ বর্তমান বিশ্বের এক অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক। তিনি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং প্রায় দুই দশকের অধিক সময়কাল ধরে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অতি স্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বীয় জ্ঞান, প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে মালয়েশিয়ার এক অন্যতম রাজনীতিবিদে পরিণত হন। তিনি '*মালয় ডিলেমা*' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এই গ্রন্থের মাধ্যমে মালয়েশিয়ার উন্নয়নের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি শুধু মালয়েশিয়া নয় সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের এক অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভূত হন। ১৯৯৭ সালে যখন আশিয়ান দেশগুলো অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় তখন তিনি পশ্চিমা বিশ্বের সমালোচনা করেন এবং মালয়েশিয়াতে বিদেশি মূলধনের গতিবিধির ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। আজকের মালয়েশিয়া যে একটি উন্নত দেশ তা অনেকটাই তাঁর স্বপ্ন ও প্রচেষ্টার ফসল। ইউআইটিএস-এর দ্বিতীয় কনভোকেশনে স্পীকার হিসেবে তিনি আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

তৃতীয় সমাবর্তন বক্তা

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

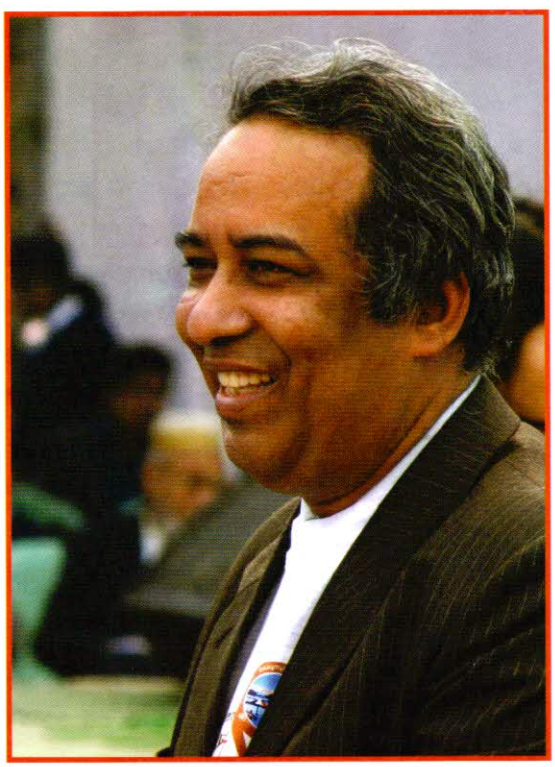

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ মানিকগঞ্জ জেলার জাবরা গ্রামে ১৯৫৪ সালের পহেলা মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের ওডেসা শহর থেকে অটোমেটেড ম্যানেজমেন্ট অব মার্চেন্ট ম্যারিনে এমএস অনার্স ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি, ব্যাংককের এআইটি থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন্স টেকনোলজিতে মাস্টার্স এবং ফ্লিন্ডার্স ইউনিভার্সিটি অব সাউথ অস্ট্রেলিয়া থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৬-৯৯ সালে তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১৫-২০১৭ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইইই অনুষদের ডীন ছিলেন। বাংলাদেশে গণিত, বিজ্ঞান ও ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডের তিনি একজন নিরলস কর্মী। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতাকে জনপ্রিয় করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ২০০৫ সালে তাকে স্বর্নপদক প্রদান করেন। বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্সেস ২০০৬ সালে গবেষণায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য ভৌত বিজ্ঞানের প্রবীণ বিভাগে স্বর্নপদক প্রদান করেন। আন্তর্জাতিক

ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ দলের দলনেতা হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ২০০২ সালে হাওয়াইতে অনুষ্ঠিত এসিএম আইসিপিসি এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তাকে শ্রেষ্ঠ কোচের পুরস্কার এবং ২০১৩ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে মর্যাদাকর সিনিয়র কোচ পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনি ২০০৮ সালে ফ্লিন্ডার্স ইউনিভার্সিটি অব সাউথ অস্ট্রেলিয়ার সম্মানজনক ডিস্টিঙ্গুয়িস্ট এলামনাই পুরস্কারে ভূষিত হন। ডঃ কায়কোবাদ অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ এবং অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্কেট ইউনিভার্সিটি, চাইনিজ ইউনিভার্সিটি অব হংকং এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়া এডভান্সড ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং কিয়ংহি ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। গণিতকে জনপ্রিয় করার জন্য জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের সঙ্গে তিনি বিনোদন গণিতের উপর একাধিক বই রচনা করেন। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা ২০। বাংলাদেশে আইসিসিআইটি নামের কম্পিউটারের যে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স চালু হয়েছে তাঁর প্রথমটির অরগ্যানাইজিং চেয়ার হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া প্রাক স্নাতক ছাত্রদের মধ্যে গবেষণাকে জনপ্রিয় করতে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি জনপ্রিয় জাতীয় দৈনিকসমূহে অসংখ্য কলাম লিখেছেন। তিনি ইউআইটিএস এবং এইউএসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাল্টি মিলিয়ন ডলার সাইবার হেইস্টের জন্য সরকারের গঠিত তদন্ত কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসরোধে মহামান্য আদালত কর্তৃক গঠিত প্রশাসনিক কমিটির তিনি চেয়ারম্যান। এছাড়া একাধিক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটারায়নের কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। ডঃ কায়কোবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বর্তমানসহ একাধিক মেয়াদের এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সাবেক পরিচালক। তিনি ইউসেফ বাংলাদেশের সঙ্গেও যুক্ত। তাঁর দুই ছেলে- আমেরিকায় কর্মরত মোহাম্মদ কায়েস কায়কোবাদ এবং কানাডায় কর্মরত কম্পিউটার স্নাতক তানভীর কায়কোবাদ এবং স্ত্রী সালেহা সুলতানা কায়কোবাদ।

বর্ষসেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বাধীনতা পদক পেল ইউআইটিএস

২৯ মার্চ, ২০১৭ বুধবার মহানগরী সাংস্কৃতিক ফোরাম আয়োজিত স্বাধীনতা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (পারসোনালিটি এ্যাওয়ার্ড) নির্বাচিত হয় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)। পরীক্ষায় নকল মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এ পুরস্কারে ভুষিত হয় ইউআইটিএস। ইনষ্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, মুক্তিযোদ্ধা মিলনায়তন, কাকরাইল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ইউআইটিএস এর পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান।

Orientation Programs

'শিক্ষার্থীদেরকে সততা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে উন্নত জীবন গড়ে তুলতে হবে'

- অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় -ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর বসন্তকালীন নবীনবরণ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, শনিবার বেলা ১১ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বারিধারাস্থ নিজস্ব ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- এর ফ্যাকাল্টি অব আর্থ এন্ড এনভায়রনম্যান্টাল সায়েন্সেস- এর ডীন ও ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউআইটিএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং পিএইচপি ফ্যামিলির সম্মানীত চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতের মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব বাবু তপন রায় চৌধুরী, সাবেক জজ জনাব মাজদার হোসেন, ইউআইটিএস এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এস আর হিলালী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান। নবীন বরণ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- এর ফ্যাকাল্টি অব আর্থ এন্ড এনভায়রনম্যান্টাল সায়েন্সেস- এর ডীন ও ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, শিক্ষার্থীদেরকে সততা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে উন্নত জীবন গড়ে তুলতে হবে। তাদের জীবনের শুরুতেই তারা যেনো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারে। ইউআইটিএস দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে শিক্ষা দান করে দেশের অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। তিনি ঢাকার বারিধারাস্থ নিজস্ব ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ইউআইটিএস-এর নবীন বরণ অনুষ্ঠানে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান আলোচক ইউআইটিএস- এর প্রতিষ্ঠাতা ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ- এর সম্মানীত চেয়ারম্যান আলহাজ সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, কঠোর পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না। তাই এর কোন বিকল্প নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শিক্ষা জীবন যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে জীবনে সাফল্য অনিবার্য।

তিনি বলেন, পার্থিব অগ্রগতির পাশাপাশি নৈতিক উন্নয়ন জাতির সার্বিক সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। এ লক্ষ্য অর্জনে ইউআইটিএস অবিরাম কাজ করে চলেছে। তিনি আরও বলেন, যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। মানুষের জীবনের যে অসীম শক্তি লুকানো আছে তাকে জাগ্রত করে, জীবনের সমস্ত বাধাকে মোকাবেলা করে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছার সুযোগ করাই সত্যিকারের নেতৃত্ব। শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারি মানব সন্তানকে বিধাতা করুনা বলে মহান করে সৃষ্টি করেছেন। এ কারনে যে, পৃথিবীতে মানব সন্তান বিধাতার প্রতিনিধিত্ব করবেন। শিক্ষার সাথে দীক্ষা, বিদ্যার সাথে বিনয়, কর্মের সাথে নিষ্ঠা, জীবনের সাথে মূল্যবোধ, মানব প্রেম এবং দেশ প্রেমের সংমিশ্রন ঘটাতে না পারলে প্রকৃত পক্ষে সে শিক্ষা আসল শিক্ষা নয়। মানুষের মত এত মহীয়ান, এত শক্তিমান আর কোন সৃষ্টি এ বিশ্ব ভ্রম্মান্ডে নেই। তাই মানব সন্তানদের মধ্যে লুকানো অমৃত শক্তিকে জাগ্রত করে, মানবিক গুণাবলীতে বলীয়ান মানব সন্তানদেরকে নিজের শক্তিতে দাড়িয়ে অভিষ্ঠ লক্ষে পৌছানোর মানসে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক মণ্ডলীর সহায়তায় আমরা আলোকিত মানুষ তৈরী করছি। অনুষ্ঠানে আরও আলোচনা করেন, ভারতের মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বাবু তপন রায় চৌধুরী, ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান ও ডীনবৃন্দ।

অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এস আর হিলালী উপস্থিত সকল অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাবিদ, সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নবীন শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রভাষক তানিয়া তাবাস্‌সুম তনু ও ফারহা ইসলাম মিমি।

'শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার অন্তর্নিহিত শক্তি আবিস্কার করতে হবে'

– আসাদুজ্জামান নূর, সংস্কৃতি মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর উৎসবমুখর নবীন বরণ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর, এমপি পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের বাগ্মিতা এবং ধর্মীয় চেতনার উদারতার প্রশংসা করেন। তিনি মনোগ্রাহী আলোচনার মাধ্যমে গভীরতর মানবিক মূল্যবোধগুলোকে তুলে ধরেন। নবীণদের উদ্দেশ্যে তিনি শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাদের জ্ঞানের পরিধিকে বিচিত্রমুখী করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, তথ্য সংগ্রহ নয়, সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন অবিভাবকদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সন্তানদের ভেতরের শক্তিকে আবিস্কার করতে সাহায্য করা। তিনি আরও বলেন, আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষকে ধ্বংসাত্মক লক্ষ্যে ধাবিত করে। সাম্প্রতিককালে সংগঠিত কিছু হিংসাত্মক অভিজ্ঞতা এই কারণেই সংগঠিত হয়েছে। ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করলেই তা মানুষের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। তিনি আজ ঢাকাস্থ ফার্ম গেইটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের গ্র্যান্ড অডিটোরিয়ামে ইউআইটিএস-এর নবীন বরণ অনুষ্ঠানে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে মানের যে বৈষম্য তৈরি হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র শিক্ষাগত অর্জন দিয়ে একজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না বরং তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়েই একজন মানুষ তার জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবেন। বিশেষ অতিথি ইউনিক গ্রুপ অব বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ নূর আলী বলেন, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইউআইটিএস বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনা ধারণ করে দেশকে উন্নতির সোপান ধরে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি নবীণ শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধান আলোচক ইউআইটিএস- এর প্রতিষ্ঠাতা ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ- এর সম্মানীত চেয়ারম্যান আলহাজ সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, শুধুমাত্র চরিত্রবান মানুষকেই সবাই বিশ্বাস করে। তিনি বলেন যে, অসীম আত্মত্যাগের মাধ্যমে এদেশের অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে প্রয়োজন সৎ ও চরিত্রবান মানুষ। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তারা যেন অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি সৎ চরিত্র অর্জনের দিকে মনোযোগী হয়। তাদেরকে শুধুমাত্র প্রয়োজনের বা চাহিদার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে জীবনের গভীরতর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার তাগিদ দেন। তিনি বলেন, সৃষ্টিকর্তা মানবকুলকে তার নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সমগ্র বিশ্ব জগৎকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য এবং সৃষ্টিকে ভালবাসাই মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। সবশেষে তিনি বলেন, শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কাজ করে জীবনে বড় হওয়া যায় না। জীবনে বড় হতে হলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করতে হবে। জীবনে কতখানি বড় হবে সেটা নির্ভর করে কে কতখানি কাজ করে তার উপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজের উপদেষ্টা ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান বলেন, শুধুমাত্র পার্থিব উন্নতির লক্ষ্যে নয়, বরং পার্থিব এবং নৈতিক উন্নয়নের সমন্বয়ের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ইউআইটিএস। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নয়নের সর্বশেষ সফটওয়্যার শুধুমাত্র নয় বরং নৈতিকতার সর্বোৎকৃষ্ট সফটওয়্যার শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থাপন করাই ইউআইটিএস-এর লক্ষ্য। তিনি বলেন, ইউআইটিএস জঙ্গিবাদ, মাদক, ইভটিজিং এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যধিমুক্ত পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ পরিকর।

তিনি আরও বলেন, ইউআইটিএস-এর প্রাণস্পন্দন সুফি মিজানুর রহমান একটি শুদ্ধ চৈতন্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তার লক্ষ্য সার্বিকভাবে শুদ্ধ চৈতন্যের অধিকারী নতুন প্রজন্ম তৈরি করা। সভাপতির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান বলেন, শ্রদ্ধেয় জনাব সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের স্বপ্ন হচ্ছে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আলোকিত মানুষ হিসেবে তৈরি করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় সোনার মানুষ তৈরি করা। জঙ্গিবাদ ও মাদকাসক্তি মোকাবেলায় ইউআই-টিএস বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন: ব্যতিক্রমী এই বিশ্ববিদ্যালয়, মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধি বিকাশের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে চলেছে। উপস্থিত সবাইকে ধৈর্য্য ধরে সম্মানিত বক্তাদের বক্তব্য শোনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এর আদর্শ "শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষা, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিনয়"। এর আগে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ইউআইটিএস-এর কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এস আর হিলালী।❑

ইউআইটিএস-এ গ্রীষ্মকালীন নবীন বরণ ২০১৭

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়- ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর গ্রীষ্মকালীন নবীন বরণ ও ইফতার মাহফিল ০৯ জুন ২০১৭ শুক্রবার বিকাল ৪ টায় ইউআইটিএস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফখরুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: কায়কোবাদ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: মাজহারুল হক। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক এবং ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর উপদেষ্টা ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের স্বাগত জানান ইউআইটিএস এর কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এস আর হিলালী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সায়েন্স, বিজনেস ও লিবারাল আর্টস স্কুলের ডিনবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে ইউআইটিএস-এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক আ. ন. ম. শরীফ উপস্থিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং ইউআইটিএস-এর ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: কামরুল হাসান, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা।❑

'বাংলাদেশ এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, কারো মুখাপেক্ষী নয়'

– মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইউআইটিএস-এর নবীনবরণ বসন্ত ২০১৬ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এমপি-কে ক্রেস্ট প্রদান করেন ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর উৎসবমুখর নবীনবরণ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ ছায়েদুল হক বলেছেন, বাংলাদেশ এখন নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে, কোন বিদেশি রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী নয়। শিক্ষার সাথে বিধাতার আশীর্বাদ না হলে জীবনে বড় হওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা ও পেশাদারী আধুনিক জ্ঞান অর্জনের কেন্দ্র। তিনি আজ ইউআইটিএস এর বারিধারা ক্যাম্পাসে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশ ও জাতিকে বিশ্বমানের উন্নত জাতিতে পরিণত করার জন্য প্রযুক্তিভিত্তিক উচ্চ শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। তিনি আরও বলেন, আমাদের সরকার দেশকে আধুনিক বিশ্বে একটি বিশেষ সম্মানজনক অবস্থান ও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বস্তরের শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরত্বারোপ করেছেন। জাতির এই লক্ষ্য অর্জনের পথে দেশের সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রধান অতিথি বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিতর ইউআইটিএস বিভিন্ন পেশাদারী শিক্ষায় হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে এ পর্যন্ত জাতির উন্নয়নের সৈনিক হিসেবে তৈরী করায় বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ, শনিবার সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. চৌধুরী এম জাকারিয়া-এর সভাপতিত্বে বসন্তকালীন সেমিস্টারের নবীনবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বারিধারার প্রধান ক্যাম্পাসের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করে স্বাগত ভাষণ দেন ইউআইটিএস-এর স্কুল অব বিজনেস-এর ডিন অধ্যাপক আ ন ম শরীফ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউআইটিএস-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব সরকার আবুল কালাম আজাদ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট ব্যারিষ্টার ড. মোঃ আশরাফুজ্জামান এবং ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সম্মানিত সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব সরকার আবুল কালাম আজাদ বলেন, আইসিটির অধীনে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের রাষ্ট্র হিসেবে পরিনত হবে। নবীনদের উদ্দেশ্য করে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পিএইচপি ফ্যামিলির মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন,"এই বাংলা শুধু সোনার বাংলা নয়, এই বাংলাকে হিরার বাংলায় পরিণত করতে হবে।" আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের এই সোনার বাংলায় সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এই জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সক্ষম ও সৎ চরিত্রবান হতে হবে।

তিনি বলেন, নবাগতদের সবাইকে বিনয়ী হতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিদ্যার সাথে বিনয়, শিক্ষার সাথে দীক্ষা, কর্মের সাথে নিষ্ঠা, জীবনের সাথে দেশপ্রেম এবং মানবীয় গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটাতে পারলেই সত্যিকারের আদর্শবান মানুষ হওয়া যায়। তিনি বলেন, উইম্যান ইমপাওয়ারমেন্ট-এ বাংলাদেশ বিশ্বে জাগরণ সৃষ্টি করেছে। যে বিদ্যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ তৈরি না করবে, আমরা সেই শিক্ষা চাইনা। তিনি শিক্ষকদেরকে বলেন, আমাদের সন্তানদের মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে আছে তা জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বলেন, বড় হওয়া নির্ভর করে তোমার প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু বাড়তি কাজ করছো তার ওপর। কাজের প্রতি তোমাদের একাগ্রতাই সফলতা বয়ে আনবে। কাঙ্খিত স্বপ্ন পূরণের জন্য তোমাদের কাজ করে যেতে হবে। তবে ভালো প্রতিষ্ঠান আর মানুষের সান্নিধ্য সফলতার পূর্ব শর্ত। মেধার বীজ তোমাদের মনের ভিতর বপণ করতে হবে। জাতি, সমাজ ও দেশকে বিশ্বের কাছে সম্মানিত করার গুরুদায়িত্ব তোমাদেরই। তোমরা তরুণ সমাজ, এদেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার।

উল্লেখ্য, টপ-আপ আইটি অ্যান্ড আইটিইএস ফাউন্ডেশন স্কীলস্ ট্রেনিং বিটুইন প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন টীম, এলআইসিটি, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, গভঃ অব বাংলাদেশ (পিআইইউ) এবং ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস) -এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এস. আর. হিলালী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নবীন শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ কামরুল হাসান।❑

'ইউআইটিএস সব সময় ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্বাসী'

– মো: আলী হোসেন চৌধুরী, সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ,ইউআইটিএস

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর উৎসব মুখর নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়টির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সম্মানিত সদস্য ও পিএইচপি ফ্যামিলির ফাইন্যান্স ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডাইরেক্টর মোহম্মদ আলী হোসেন চৌধুরী আজ দুপুরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রত্যেক মানুষ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কতটুকু কাজ করছে, তার ওপর নির্ভর করে তার জীবনের সফলতা। জীবনে সফল হতে হলে একই সঙ্গে প্রয়োজন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মবিশ্বাস, নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা ও সততা। আর একজন মানুষ যখন এসকল গুণাবলী অর্জন করে তা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন, তখনই তার জীবনে উন্নতি ঘটে, তার জীবন হয় উন্নত ও মহৎ। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পিএইচপি ফ্যামিলির মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফি মুহাম্মদ মিজানুর রহমান এর এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, স্বল্প খরচে তিনি এদেশের সকল শিক্ষার্থীকে আলোর পথ দেখানোর স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন, ইউআইটিএস সব সময় ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্বাসী। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ইদানিং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জঙ্গি ও সন্ত্রাসী তৎপরতা আমাদেরকে বিচলিত করে তুলেছে।

যে কোন মূল্যে এই অপতৎপরতার প্রতিরোধ করে সুশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। ঢাকার বারিধারাস্থ ইউআইটিএস-এর ক্যাম্পাসে উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সোলায়মান-এর সভাপতিত্বে নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ইউআইটিএস এর সম্মানিত সদস্য ও পিএইচপি ফ্যামিলির ফাইন্যান্স ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডাইরেক্টর মোহম্মদ আলী হোসেন চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান এবং পিএইচপি ফ্যামিলির মানব সম্পদ ও প্রশাসনের নির্বাহী পরিচালক আহমদ সিপারউদ্দীন। নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউআইটিএস-এর কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এস আর হিলালী। অনুষ্ঠান শেষে ইউআইটিএস-এর স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডীন ড. মো: মিজানুর রহমান উপস্থিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের সম্মনিত ব্যক্তিবর্গ এবং ইউআইটিএস-এর ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: কামরুল হাসান, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নবীন শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইউআইটিএস-এর স্কুল অব লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্সেস এর ডীন ড. আরিফাতুল কিবরিয়া।❑

'UITS Made Thousands of Students Soldiers of Development through Professional Education' - Sufi Mizanur Rahman

"UITS has been able to figure prominently among private universities in producing thousands of students as soldiers of development by imparting them different professional education" asserted Sufi Alhaj Mohamed Mizanur Rahman Choudhury, Chairman of the Board of Trustees, UITS, a noted industrialist and founder of the PHP Family. He made this claim while speaking as the chief Guest at the Freshers' Orientation programme of the Summer semester at the UITS Campus at Baridhara, Dhaka on June 14th, 2016. Furthermore, he said to the newly admitted students, "Success for every person depends upon how many additional hours S/he works in life. To be successful in life, one must simultaneously possess positive attitude, self-confidence, discipline, mentality for hard work and honesty. One can experience progress in his /her life, render it rich and noble, only when S/he is able to earn these qualities and harness them completely in life."

The Chief Guest also said, "A nation is as developed as it is educated. Leadership means awakening the infinite potentialities latent in humankind and reaching the desired goal after having overcome all the obstacles in life. Humankind, the greatest of Allah's creations, was created noble out of His mercy in the sense that humankind will represent Allah on the Earth. One cannot have real education in life if S/he is not able to match education with training, education with humanity, work with devotion, life with values and human love with patriotism.There is no nobler and stronger creation than humankind in this world and universe. This explains why we are making enlightened humankind with the help of teachers in this university." ❑

'শিক্ষা হচ্ছে আমাদের গড়ে ওঠার প্রধান সোপান'

- সব্যসাচী কবি সৈয়দ শামসুল হক

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস) এর উৎসবমুখর নবীনবরণ অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বসন্তকালীন সেমিস্টারের নবাগত শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কবি সৈয়দ শামসুল হক বলেন, শিক্ষা হচ্ছে আমাদের গড়ে ওঠার সোপান। লক্ষ্যহীন পথে চলাচল করলে মানুষ হওয়া যাবে না এবং আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যেতে হবে, হাল ছাড়লে হবে না। তিনি রাসুল (সা) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রাসুল (সা:) বলেছেন, শিক্ষার জন্য সুদূর চীন দেশে যেতে হবে। তাই তোমরা শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে ইউআইটিএস বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিয়েছো এটা তোমাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করেগড়ে তুলবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের সবদিক থেকে জীবন উপভোগ

করতে হবে এবং সম্প্রসারিত করতে হবে। ২৪ জানুয়ারি ২০১৫, শনিবার ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এর সভাপতিত্বে বসন্তকালীন সেমিস্টারের নবীনবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সব্যসাচী লেখক-কবি সৈয়দ শামসুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউআইটিএস-এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের সম্মানিত চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে স্বাগত বক্তব্য দেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. কে.এম সাইফুল ইসলাম খান। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। নবীনদের উদ্দেশ্য করে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পিএইচপি ফ্যামিলির মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, "এই বাংলা সোনার বাংলা নয়, এই বাংলাকে হিরার বাংলায় পরিণত করতে হবে তোমাদেরকেই।" আমরা তোমাদেরকে এই সোনার বাংলায় সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এই জন্য তোমাদেরকে সক্ষম ও সৎ চরিত্রবান হতে হবে।

তিনি তাঁর বক্তব্যে নবাগতদের সবাইকে বিনয়ী হতে বলেন। তিনি বলেন, বিদ্যার সাথে বিনয়, শিক্ষার সাথে দীক্ষা, কর্মের সাথে নিষ্ঠা, জীবনের সাথে দেশপ্রেম এবং মানবীয় গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটাতে পারলে সত্যিকারের আদর্শবান মানুষ হওয়া যায়। তিনি বলেন, ওম্যান ইমপাওয়ারমন্টে-এ বাংলাদেশ বিশ্বে জাগরণ সৃষ্টি করছে। যে বিদ্যা মানুষকে মানুষ না বানাবে আমরা সেই শিক্ষা চাই না। তিনি শিক্ষকদেরকে বলেন, আমাদের সন্তানদের মধ্যে যে শক্তি আছে তা জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বলেন, বড় হওয়া নির্ভর করে তোমার প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু বাড়তি কাজ করছ তার উপর। কাজের প্রতি তোমাদের একাগ্রতাই সফলতা আনবে। কাঙ্খিত স্বপ্ন পূরণের জন্য তোমাদের কাজ করে যেতে হবে। তবে ভালো প্রতিষ্ঠান আর মানুষের সান্নিধ্য সফলতার পূর্ব শর্ত। মেধার বীজ তোমাদের মনের ভিতর বপন করতে হবে। জাতি, সমাজ ও দেশকে বিশ্বের কাছে সম্মানিত করার গুরুত দায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের। তোমরা তরুণ সমাজ এদেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। ❑

'সমাজকে সুন্দর করতে প্রয়োজন সুশিক্ষার'

- সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মাননীয় চেয়ারম্যান, পিএইচপি ফ্যামিলি ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ইউআইটিএস

ইউআইটিএস-এর গ্রীষ্মকালীন নবীনবরণ ২০১৫ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে স্বাগত ভাষণ দেন মাননীয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. কে.এম সাইফুল ইসলাম খান। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিদের অভিনন্দন জানান। সম্মানিত বিশেষ অতিথি সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশ সরকারের সচিব এ কে এম আতিকুর রহমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু সার্টিফিকেট অর্জন নয়, বরং আদর্শ মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠা। সমাজকে সুন্দর করতে হলে সুশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। ভালবাসার সাথে কাজ করলে তাতে সাফল্য অর্জন হবেই। আমাদের সংস্কৃতিতে ধারণ করে দেশ ও জাতির উন্নয়নে নিজেকে নিয়ে যেতে হবে। বিশেষ অতিথি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব ও বিকল্প নির্বাহী পরিচালক ড. ইকবাল মাহমুদ শিক্ষার্থীদের বলেন জ্ঞানার্জনের জন্য পড়া। নিজের কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া। জীবনে স্বপ্ন থাকতে হবে তাহলে তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। নবীনদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "এই বাংলা সোনার বাংলা নয়, এই বাংলাকে হিরার বাংলায় পরিণত করতে হবে তোমাদেরই। জীবনে বড় হওয়ার শক্তি ধার করা যাবে না, নিজের মন থেকে তা জাগ্রত করতে হবে।" তিনি বলেন, বিদ্যার সাথে বিনয়, শিক্ষার সাথে দীক্ষা, কর্মের সাথে নিষ্ঠা, জীবনের সাথে দেশপ্রেম এবং মানবীয় গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটাতে পারলে সত্যিকারের আদর্শবান মানুষ হওয়া যায়। তিনি আরো বলেন, বড় হওয়া নির্ভর করে তোমার প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু বাড়তি কাজ করছো তার উপর। কাজের প্রতি তোমাদের একাগ্রতাই সফলতা আনবে। কাঙ্খিত স্বপ্ন পূরণের জন্য তোমাদের কাজ করে যেতে হবে। তোমরা তরুণ সমাজ এদেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। জাতি, সমাজ ও দেশকে বিশ্বের কাছে সম্মানিত করার গুরুদায়িত্ব বর্তমান

প্রজন্মের। তিনি নারী নিপীড়ণ থেকে ছাত্রদের দূরে থাকতে বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, প্রতিটি মুহূর্তকে জ্ঞান অর্জনে কাজে লাগাতে হবে। তিনি আরও বলেন, ইউআইটিএস-এ তরুণ শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক উৎকর্ষ ও সমাজে নৈতিক অবক্ষয় রোধে ভূমিকা পালনে তাদের সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে "নীতিবিদ্যা"কে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।অনুষ্ঠান শেষে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে মেধা তালিকার শীর্ষে প্রথম তিনজনকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডীন ড. আফজাল আহমেদ। এ নবীনবরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার লে. কর্নেল (অব.) এ এফ এম খায়রুল বাসার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. মোঃ আব্দুসসাত্তার, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, অভিভাবকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও বিভিন্ন বিভাগের বিপুল সংখ্যক নবীন শিক্ষার্থীসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সহকারী অধ্যাপক সালাহ্ উদ্দিন হাওলাদার ও প্রভাষক সিলভিয়া খৃষ্টীনা গমেজ। ❑

Freshers' Colorful Orientation at the UITS

Al-Haj Sufi Muhamed Mizanur Rahman is spaking here, Professor Dr. K M Saiful Islam Khan, Dr. S.R. Hilaly, Dr. Muhammad Samad, Choudhury M Zakaria, and Mr. Sarwar Jahan Nizam (From Left to Right) are seen here in the picture.

The Fall Semester Freshers' Orientation Program 2015 was held at 11:00 AM on 10th October in the UITS main campus with Professor Dr. Mohammad Samad, the Vice Chancellor of the University in the chair. Professor Chowdhury M. Zakaria, Pro-Vice Chancellor of the UITS gave his maiden speech and welcomed the newly admitted students with an open heart and exhorted them to study hard to prepare for a tough life ahead. Al-Haj Sufi Mohamed Mizanur Rahman, founder of the UITS and PHP Family said that an enlightened man can be made only through enlightenment. He further exhorted the young minds to remember that in life, they should match learning with humility, education with training and imbible life with patriotism. One can be great only by combining these human qualities in life, he elaborated. Sufi Mizanur Rahman challenged them to uphold the dignity of the nation, country and society to the greater world. Moreover, he highlighted to them the dignity of labor in life. Special Guest-Ex-Vice Admiral of the Navy of Bangladesh, Mr. Sarwar Jahan Nizam reminded the students that only they could move the country forward. The BOT Member Secretary Professor Dr. K.M Saiful Islam Khan as a special guest reminded students that they were lucky enough to have been admitted in such a great university with a rich academic environment and quality.Treasurer of the UITS, Professor Md. Syedur Rahman Hilaly thanked students for arranging such an interesting program. Professor Dr. Muhammad Samad, Vice-Chancellor of UITS and the Chair of the Freshers' program, encouraged students to develop good character and learn honesty. ❑

'জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে'

- সৈয়দ মহসীন আলী, সমাজকল্যাণমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইউআইটিএসে বসন্তকালীন সেমিস্টারের নবীনবরণ ২০১৪ উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বসন্তকালীন সেমিস্টারের নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করলেন ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)। আজ বুধবার সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ এর সভাপতিত্বে বসন্তকালীন সেমিস্টারের নবীনবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসীন আলী এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউআইটিএসের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং পিএইচপি ফ্যামিলির মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী । নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করে স্বাগত ভাষণ দেন প্রো-উপাচার্য ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল আমন্ত্রিত অতিথিদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। নবীনদের উদ্দেশ্যে মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ মহসীন আলী, এমপি বলেন, তোমরা নয় মাসের যুদ্ধে স্বাধীন হওয়া আমাদের এই বাংলাদেশের শক্ত একটি স্তম্ভ। তোমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে। যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে তোমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। এছাড়াও

তিনি তার স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ের বাস্তব অভিজ্ঞতার কিছু অংশ নবীনদের মাঝে তুলে ধরেন। নবীনদের উদ্দেশ্য করে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পিএইচপি ফ্যামিলির মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, "এই বাংলা সোনার বাংলা নয়, এই বাংলা হিরার বাংলায় পরিণত করতে হবে তোমাদেরকেই।"হিউম্যান রাইটস্ এর জন্য জীবন উৎসর্গকারী মার্টিন লুথার কিং এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, তোমাদের সক্ষম ও সৎ চরিত্রবান হতে হবে। তিনি আরো বলেন, বড় হওয়া নির্ভর করে, তোমার প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু বাড়তি কাজ করছ। কাজের প্রতি তোমাদের একাগ্রতাই সফলতা বয়ে আনবে। কাঙ্খিত স্বপ্ন পূরণের জন্য তোমাদের কাজ করে যেতে হবে। তবে ভালো প্রতিষ্ঠান আর মানুষের সান্নিধ্য সফলতার পূর্ব শর্ত। মেধার বীজ তোমাদের মনের ভিতর বপণ করতে হবে। জাতি, সমাজ ও দেশকে বিশ্বের কাছে সম্মানিত করার গুরু দায়িত্ব তোমাদের। তোমরা তরুণ সমাজ, এদেশের ভবিষ্যত কর্ণধার। উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য নবীনদের উদ্বুদ্ধ করেন। এছাড়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয় নবীনদের মাঝে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজকের বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে তোমাদের ভাল চরিত্র, সততা-নিষ্ঠা আর একাগ্রতাই পৌছে দিবে জীবনের সর্বোচ্চ শিখরে। উচ্চশিক্ষা অর্জন শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য নয় একজন ভাল মানুষ হওয়া। অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নবীন শিক্ষার্থীরা।❑

'জীবনের লক্ষ্য পূরণে কঠোর অধ্যাবসায়ী হতে হবে'

-ড. গওহর রিজভী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মানুষ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কতটুকু কাজ করছে, তার ওপর নির্ভর করে তার জীবনের সফলতা। জীবনে সফল হতে হলে একই সঙ্গে প্রয়োজন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মবিশ্বাস, নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা আর সততা। আর একজন মানুষ যখন এসকল গুণাবলী অর্জন করাসহ তা পরিপূর্ণরুপে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন, তখনই তার জীবনে উন্নতি ঘটে, তার জীবন হয় উন্নত ও মহৎ। ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) গ্রীষ্মকালীন সেমিস্টার-২০১৪ নবীনবরণ অনুষ্ঠানে ২৪ মে, শনিবার বক্তারা এসব কথা বলেন। ঢাকার বারিধারাস্থ নয়ানগর ইউআইটিএসের স্থায়ী ক্যাম্পাসে শনিবার বেলা এগারটায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিশ্বসেরা হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী। ইউআইটিএসের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলন ইউআইটিএস বোর্ড অব ট্রাস্ট্রিজ এবং পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং ইউআইটিএস ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মোহাম্মদ আকতার পারভেজ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইউআইটিএসের উপ-উপাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণীকক্ষে জ্ঞানার্জনের পাশপাশি তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পারস্পরিক আন্ত:ব্যক্তিক যোগাযোগ তথা মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে হবে। তিনি নবীন তাদের জীবনের লক্ষ্য পূরণে কঠোর অধ্যাবসায়ী হওয়ার পাশাপাশি পরিশ্রমী, সৎ ও যোগ্য হওয়ার আহ্বান জানান। শিক্ষার্থীদের তিনি জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি সমাজ, দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ারও উদাত্ত আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ইউআইটিএসকে ঘিরে নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে দুজন এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে একজন

ইউআইটিএস এর নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. গওহর রিজভীকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন উপাচার্য ড. মুহাম্মাদ সামাদ। উপস্থিত ছিলেন পিএইচটি ফ্যামিলি ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

শিক্ষার্থী বক্তব্য রাখেন। গ্রীষ্মকালীন সেমিস্টারে ইউআইটিএসে অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত তিনজন শিক্ষার্থীকে ক্রেস্ট প্রদান করে সংবর্ধনা জানানো হয়। মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ইউআইটিএসের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীকেও অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মাননা জানানো হয়।

এ নবীনবরণ অনুষ্ঠানে ইউআইটিএসের বিভিন্ন বিভাগের বিপুল সংখ্যক নবীন শিক্ষার্থী ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইউআইটিএসের স্কুল অব লিবারেল আর্টস এন্ড সোস্যাল সায়েন্সেসের ডিন ড. সায়লা সালাহ্ উদ্দিন। আর পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইউআইটিএসের আইন বিভাগের শিক্ষক আসিফ হুদা এবং মসহুদা জামান ছবি। ❑

'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইউআইটিএস এগিয়ে'

– অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলী, মাননীয় চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), ইউজিসি

শরৎকালীন নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলী-কে ক্রেস্ট প্রদান করেন উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ

বাংলাদেশের অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইউআই-টিএস বিশ্ববিদ্যালয় তুলনামূলকভাবে অনেকটা ভাল অবস্থানে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর মাননীয় চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলী।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)-এর শরৎকারীন-এর নবাগত শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বেরসকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় অমান্য করলেও বর্তমানে ইউজিসির আইন মেনে চলার চেষ্টা করছে। আমরা ইতিমধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ মেনে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা হচ্ছে তাদের র‍্যাংকিং শুরু করেছি এবং র‍্যাংকিং শেষে তা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি ইউজিসি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আরো উন্নত হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউআইটিএস-এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও পিএইচপি পরিবারের সম্মানিত চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। তিনি নবীনদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, তোমরা উচ্চশিক্ষা অর্জন করে যেন মা-বাবার মাথা উঁচু করতে পার। আমরা ভাবছি কিভাবে তোমাদের জ্ঞানকে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে পারব। তিনি বলেন, আমার মধ্যে অনেক শিক্ষার জ্বালা আছে আমি তোমাদের মধ্যেও সে আগুন জ্বালাতে চাই। তিনি বলেন, আমার সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইউআইটিএস সবচেয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছে এবং তিনি নবাগতদের সবাইকে বিনয়ী হতে বলেন। তিনি বলেন, বিদ্যার সাথে বিনয়, শিক্ষার সাথে দীক্ষা, কর্মের সাথে নিষ্ঠা, জীবনের সাথে দেশপ্রেম এবং মানবীয় গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটাতে পারলে সত্যিকারের আদর্শবান মানুষ হওয়া যায়। তিনি শিক্ষকদেরকে বলেন, আমাদের সন্তানদের মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে আছে তা জাগিয়ে তুলতে হবে। নবীনবরণ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. মুহাম্মদ সামাদ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। স্বাগত বক্তব্যে উপ-উপাচার্য ড. কে.এম সাইফুল ইসলাম খান আগত অতিথি ও নবীন শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। ❑

Honest People Needed in Politics

—Mr. Obaidul Qader, Hono'ble Minister for Communication Government of the People's Republic of Bangladesh

The Chief Guest is receiving crest from the Vice Chancellor

A gorgeous ceremony was celebrated on the occasion of freshers' reception of spring semester, 2013. The event was held at the permanent campus of the UITS at Baridhara, Dhaka. Mr. Obaidul Qader, Hono'ble Minister for Communication Government of the People's Republic of Bangladesh was the Chief Guest of the program. The program was presided over by Professor Dr. Muhammad Samad, the Vice Chancellor of the university. In his speech the Minister advised the new generation to take part in politics. He admitted that politics is now corrupt because some rogues have polluted it. Then he advocated for the participation of brilliant students in politics. He said that if good people do not come to politics, then the country will not develop. Besides, corrupt people will commit more corruption. He also said that politics should not be hated but dishonest politicians should be hated. Again, all politicians are not corrupt. Then he remembered the glorious achievements of political leaders in the past. So he opined that honest people should join politics for the greater welfare of the country.

UITS Stands for Less Privileged Students in Society

With great joy and cheerfulness, UITS organized the Freshers' Orientation Program of Autumn Semester on October 5, 2013. This splendid event was chaired by the Vice-Chancellor of UITS Professor Dr. Muhammad Samad. Pro-Vice Chancellor Professor Dr. K. M. Saiful Islam Khan welcomed the guests warm-heartedly. He said that, UITS was very supportive to those students who are not privileged in the society. He further added that UITS always gives special advantages to the students of the lower-middle class families.

Quality in Higher Education at UITS

-Mustafa Nurul Islam, National Professor

Orientation Program (Spring 2012), National Professor Mustafa Nurul Islam is receiving crest from the Chairman, Board of Trustees and Vice Chancellor, UITS. Pro-VC is also seen in the picture.

Another joyous ceremony was held on the occasion of Freshers' Orientation Program (Spring 2012) at UITS, Baridhara, Dhaka. The event was celebrated at the main campus of the university in which new students, teachers and officers participated spontaneously. National Professor Mustafa Nurul Islam was present as the Chief Guest of the program where as Alhaj Sufi Mohamed Mizanur Rahman Choudhury was present as the Special Guest. The event was presided over by Professor Dr. Muhammad Samad, the Vice Chancellor of the university. Professor Nurul Islam was impressed with the quality higher education that UITS usually imparts to its students.

15th Founding Anniversary of UITS Colorfully Celebrated & Firm Determination Expressed to Assure World Standard Education

On 7th August, 2017 University of Information Technology and Sciences (UITS), which is regarded as the first information technology based university in Bangladesh, celebrated a day long 15th foundation anniversary amid colorful programs, fanfare and merriment. A discussion on "We are Determined to Assure World Standard Education" along with foundation anniversary rally, cutting of cakes, etc. were simultaneously organized around 4 pm at the Baridhara campus. A caution was issued not to organize any activity damaging to the educational environment. Besides, speakers emphasized upon assuring world standard education. UITS Vice Chancellor Professor Dr. Mohammed Solaiman was the chief guest at this solemn occasion and Professor Dr. K. M Saiful Islam Khan, advisor to the Board of the Trustees, was the special guest of this program. On the other hand, Professor Dr. M. Shah Alam, advisor to the Department of Law and Professor Dr. Md. Mazharul Hoque, Dean, School of Science & Engineering graced this program as the honored guests. Conducted by UITS Registrar (acting) Mohammad Kamrul Hasan, the founding anniversary program was also graced, among others, by the UITS Controller of Examination and Convener of the founding anniversary programs, Professor A. N. M. Shareef, deans of different schools, Director, Language Center, Director, Higher Education Quality Enhancement Project (HEQEP), different departmental heads, teachers, staff and students.

ইউজিসিতে হেকেপ অনুদানের চুক্তি স্বাক্ষর করলো ইউআইটিএস

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন- এর হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (হেকেপ)- এ চুক্তি স্বাক্ষর করলো বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস)। আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে হেকেপ এর পক্ষে সচিব ড. মোঃ খালেদ এবং ইউআইটিএস- এর পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান ও প্রজেক্ট পরিচালক জগৎবন্ধু বড়ুয়া। হেকেপ প্রজেক্টের পরিচালক ড. গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোহন্ত এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বাংলাদেশ- এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. এম. শাহ নওয়াজ আলী ও ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র অপারেশন্স অফিসার ড. মোঃ মোখলেসুর রহমান। ইউআইটিএসসহ মোট আটটি সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এ হেকেপ প্রজেক্ট বাস্তবায়ন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় হেকেপ প্রজেক্ট গ্রহণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যার উদ্দেশ্য গবেষণাসহ শিক্ষার সকলক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান এবং উচ্চশিক্ষা খাতে কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।❑

Photo Album

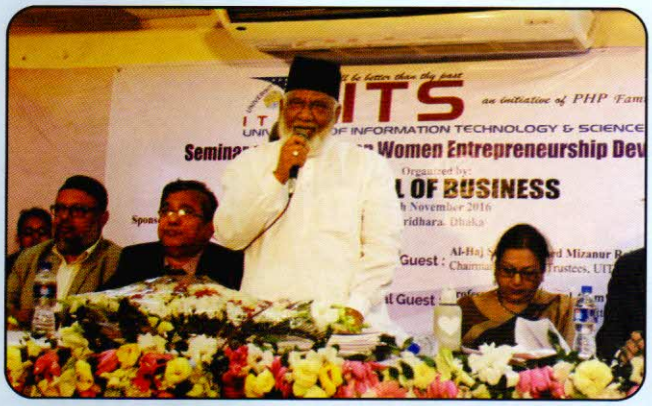
ITS
an initiative of PHP Fam
OF INFORMATION TECHNOLOGY & SCIENCE
Women Entrepreneurship Dev
Organized by:
OF BUSINESS
Guest :

3rd Civil Fest 2017
RALLY
SEMINER
LOUNCHING CIVIL ENGINEERING JOURNAL
POSTER PRESENTATION
FILM SHOW
FASHION SHOW
CONCERT
T-SHIRT
LUNCH

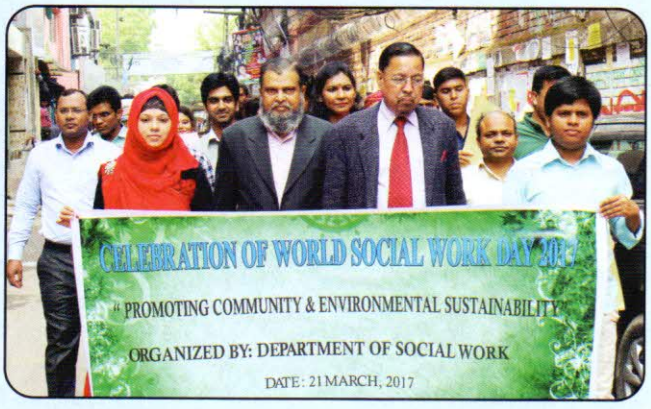
CELEBRATION OF WORLD SOCIAL WORK DAY 2017
" PROMOTING COMMUNITY & ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY"
ORGANIZED BY: DEPARTMENT OF SOCIAL WORK
DATE: 21 MARCH, 2017

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস

Future will be better than thy past

Govt. & UGC approved since 2003

UITS

An initiative of PHP Family

University of Information Technology & Sciences

Ready for shifting to Baridhara Permanent Campus

প্রোগ্রাম সমূহ	টিউশন ফি (রেগুলার)	টিউশন ফি (ডিপ্লোমা)
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই) (৪ বছর)	৩,৯৭,৭০০ টাকা	৩,৪০,৫০০ টাকা
ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) (৪ বছর)	৩,৭৫,৭০০ টাকা	৩,৪০,৫০০ টাকা
ইলেক্ট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই) (৪ বছর)	৩,৭৫,৭০০ টাকা	৩,৪০,৫০০ টাকা
ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি) (৪ বছর)	৩,৭৭, ৯০০ টাকা	৩,২৯,৫০০ টাকা
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	৩,৭৭, ৯০০ টাকা	৩,৩৮,৩০০ টাকা
ব্যাচেলর অব ফার্মেসি (৪ বছর)	৩, ৮৫,৭০০ টাকা	
বিবিএ (৪ বছর)	৩,০৫, ৯০০ টাকা	
এলএলবি (সম্মান) (৪ বছর)	২,৩৯, ৫০০ টাকা	
বিএ (সম্মান) ইংরেজি (৪ বছর)	১,৯১,২৪০ টাকা	
সমাজকর্ম (বিএসএস সম্মান) (৪ বছর)	১,৬৩,৭০০ টাকা	
এমবিএ (রেগুলার) (২ বছর)	১,৯৯,১০০ টাকা	
এমবিএ (বিবিএ ডিগ্রীধারী) (১ বছর)	১, ১৬,৬০০ টাকা	
এলএলএম (১বছর)	৫, ৬০০০ টাকা	
ইংরেজি (স্নাতকোত্তর, ১ বছর)	৭৬, ৪০০ টাকা	
ইংরেজি (স্নাতকোত্তর, ২ বছর)	১,৩১,৯০০ টাকা	
সমাজকর্ম (স্নাতকোত্তর, ১ বছর)	৫১,২০০ টাকা	
এম এসসি ইন টেলিকমিউনিকেশনস্ (১ বছর)	৭৬,৭০০ টাকা	
এম এসসি ইন টেলিকমিউনিকেশনস্ (২বছর)	১,৪২,৭০০ টাকা	

শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম, ল্যাব ও লাইব্রেরি ফি : ১৫০০-২০০০ টাকা (প্রতি সেমিস্টার)

শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম, ল্যাব ও লাইব্রেরি ফি : ৪, ৫০০ টাকা (ফার্মেসির জন্য প্রতি সেমিস্টার)

ভর্তি ফি : ১০, ০০০ টাকা (এককালীন)

ফরম বিতরন ও ভর্তি কার্যক্রম : প্রতিদিন সকাল ৯:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত

ইউআইটিএস-এর বিশেষত্ব

- দেশ-বিদেশের উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত পূর্ণকালীন শিক্ষকমণ্ডলী
- বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উন্নতমানের গবেষণাগার
- স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপের সুযোগ
- দরিদ্র, মেধাবী এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বৃত্তি ও বিনামূল্যে শিক্ষাদান
- উন্নতবিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা ও যৌথ শিক্ষা কার্যক্রম
- ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সান্ধ্যকালীন শিক্ষার বিশেষ সুযোগ
- ঢাকার বারিধারায় এক একরের অধিক ভূমির উপর নির্মীয়মান নিজস্ব ক্যাম্পাস।
- নিয়মিত অনলাইনে পরীক্ষার ফল প্রকাশ
- ওয়াইফাই-এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ক্যাম্পাসে ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা

Editor : **Ms. Zakia Sultana**
Reporter : **Md. Kamal Hossain Khan**
IT Support : **Abdullah Al-Mahfuj**
Computer Support : **Md. Saidur Rahman**

মেইন ক্যাম্পাস
গ-৩৭/১ প্রগতি সরণি, বারিধারা, জে-ব্লক
ঢাকা-১২১২। (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্ব দিকে)
ফোন: +৮৮ ০২ ৮৮৯৯৭৫১ / ৮৮৯৯৭৫২ /
+৮৮ ০১৯৩৮-৮৩২৭৫৫ / +৮৮ ০১৭৩০-৪২৯৬৫৫
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৮৯৯৭৫৩

স্থায়ী ক্যাম্পাস
হোল্ডিং নং-১৯০, ব্লক # বি
মধ্য নয়ানগর, ভাটারা, বারিধারা,
ঢাকা-১২১২।
ফোন: +৮৮ ০১৯১৩৩০৫১৫৫

E-mail : info@uits.edu.bd
Web: www.uits.edu.bd